শিক্ষকতা

মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছে যে ভাবে

সৈয়দ সারোয়ার

কার্যকরী শিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষকের বিকল্প নেই। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় ক'জনই বা আদর্শ শিক্ষক রয়েছেন আমাদের শিক্ষাঙ্গনে। আদর্শ শিক্ষকের দেখা পাওয়া আজকাল খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, পড়াশোনার মান কমে যাওয়া, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব, মেধাবী ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় অনাগ্রহ সর্বোপরি সামাজিক স্ট্যাটাসে শিক্ষকদের মর্যাদা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব আদর্শ শিক্ষক থেকে শিক্ষাঙ্গনকে বঞ্চিত করে রাখছে।

আমাদের সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই এসব সত্য। পিএসসি-এর মাধ্যমে সরকার সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ করে আসছে তা স্বচ্ছ নয়। অন্যদিকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি আরও জটিল এবং দুর্নীতিযুক্ত। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের যাবতীয় আয়োজন মূলত পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ফলে পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের অনৈতিক প্রভাব বা চাপ আদর্শ শিক্ষক নিয়োগে বিরাট বাধা হয়ে দেখা দেয়। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যারা বিভিন্নভাবে স্থানীয় পর্যায়ে খুবই প্রভাবশালী। বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং বিষয় বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি অনেক সময়ই নামকাওয়াস্তে হয়। স্থানীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের কেউ কেউ চাকরি প্রার্থীদের কাছে অর্থ খেয়ে বা আত্মীয় প্রীতি দেখাতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগে নিয়োগ কমিটিতে চাপ সৃষ্টি করে এবং অধিকাংশ সময়ই সফল হয়। তাছাড়া, অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যে সবে শিক্ষকদের মেধার চেয়ে পকেটের গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি এবং প্রকাশ্যে ডোনেশনের নামে মোটা অঙ্কের অর্থের একটি ফয়সালা করে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ পড়াশোনার মান কমে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শুধু তাই নয়, স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী কেউ কেউ জোরে, তদ্বিরে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে পরে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত থাকেন না। যে কারণে বিপর্যস্ত হয় পড়াশোনার ধারাবাহিকতা।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের প্রেক্ষাপটে, তা হলো, অর্থনৈতিক দৈন্যদশা। দেশের প্রায় সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানই শিক্ষকদের বেতনের স্থানীয় অংশটুকু দিতে অপারগ। শুধু সরকারী অংশের (তাও আবার অনিয়মিত) দ্বারা ভদ্রভাবে কোন শিক্ষকের পক্ষে এ দুর্মূল্যের বাজারে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর এ কারণে মেধাবী ব্যক্তিরা এ পেশায় আসছে না।

আদর্শ শিক্ষক পেতে হলে সরকারকে যথাশীঘ্র সম্ভব কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রতিষ্ঠান পিএসসিতে নিয়োগের আয়োজনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে প্রার্থীর একাডেমিক ফলাফলের সমন্বয় করে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করছে পিএসসি। মৌখিক পরীক্ষায় রাখা হয়েছে দু'শ নম্বর। বিশেষজ্ঞগণ, মৌখিক পরীক্ষায় ২০০ নম্বর রাখার কোন যুক্তি দেখছেন না। বরং এই স্ফীত নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার সুযোগকে অনৈতিকভাবে কাজে লাগিয়ে অনেক কম মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষকতা পেশায় চলে আসছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যাঁরা বোর্ডে থাকেন, তাঁদের সিলেকশনে যৌক্তিক ও নৈতিক ভিত্তি স্বচ্ছ নয়। এ ব্যাপারে অনেক গুজব রয়েছে সাধারণের মাঝে। অনেক বাস্তব দৃষ্টান্ত সাধারণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিতও করেছে ইতোমধ্যে।। তাছাড়া, একাধিক ভাইভা বোর্ড হওয়ায় তুলনামূলক বিচারের ফাঁকটা থেকেই যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, পিএসসি-এর উচিত ভাইভা নম্বর কমিয়ে রিটেনের নম্বর বাড়িয়ে দেয়া। এতে নিয়োগে যেমন স্বচ্ছতা আসবে তেমনি প্রার্থীদেরও আস্থা বাড়বে।

শোনা যাচ্ছিল যে, সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের জন্য আরেকটি পিএসসি-এর ফর্মুলা কার্যকর করতে যাচ্ছে। ঐ পর্যন্তই। অথচ এ রকম ফর্মুলা কার্যকর করা সত্যিকার অর্থেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বেলায় দুর্নীতির পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে আসত। পেটে ভাত না থাকলে আদর্শ নিয়ে চিল্লাচিল্লি করলে কোন লাভ নেই। তাই সরকারের উচিত শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেয়া, অন্তত মৌলিক চাহিদা পূরণের বন্দোবস্ত করে দেয়া উচিত সরকারের।

একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পেতে হলে অবশ্যই সে রকম শিক্ষকের প্রয়োজন। তা নাহলে, সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। এ জন্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। সরকার এগিয়ে এলে শিক্ষকদেরও সহযোগিতার হাত দিতে হবে বাড়িয়ে।

তারিখ ... JUL 25 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...